পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

ধরিত্রীকন্যা অভিনন্দন আপনাকে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘ প্রদত্ত পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার
'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ' প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ ক্রোড়পত্র

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

০৬ আশ্বিন ১৪২২
২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫

অভিনন্দন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ' এওয়ার্ড অর্জন বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের বিষয়। বিপুল জনসংখ্যার এ দেশে পরিবেশ সংরক্ষণ, বনায়নের আচ্ছাদন বৃদ্ধি, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের যৌক্তিক ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ নিঃসন্দেহে তাঁর নেতৃত্বের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব, অক্লান্ত পরিশ্রম ও দূরদর্শী দিকনির্দেশনার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছে।

শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী একটি রোল মডেলে পরিণত হয়েছে তা নয় বরং পরিবেশ উন্নয়নেও দেশের নামের পাশে আরেকটি সাফল্য যুক্ত হয়েছে। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে এ দেশ দূষণমুক্ত, জীববৈচিত্র্যপূর্ণ, সুজলা সুফলা, শস্য-শ্যামলা সোনার বাংলা হিসেবে সারাবিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। দল-মত নির্বিশেষে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরিবেশ উন্নয়নেও বাংলাদেশ বিশ্বে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ অর্জন পরিবেশপ্রেমী জনগণকে আরও উজ্জীবিত করবে, দেশ এগিয়ে যাবে টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

দেশ ও জাতির কল্যাণে এ বিশাল অর্জনের জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমি তাঁর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

মোঃ আবদুল হামিদ

এ সম্মাননা আমি জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছি

শেখ হাসিনা

এটা অত্যন্ত সম্মানের এবং একইসঙ্গে উৎসাহব্যঞ্জক যে, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় সুদূরপ্রসারি কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ আমাকে 'পলিসি লিডারশীপ' ক্যাটাগরিতে 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ' পুরস্কারে ভূষিত করেছে। 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ' পরিবেশ বিষয়ক জাতিসংঘের সর্বোচ্চ সম্মাননা। আমি এ সম্মাননা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছি।

উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। উন্নত দেশগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ অতিমাত্রায় প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে আসছে। আমাদের এই ধরিত্রীর অতি উষ্ণায়ন এবং বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মূলত তারাই দায়ী। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর বৈশ্বিক উষ্ণায়নে তেমন কোনো ভূমিকা না থাকলেও আমরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হচ্ছি।

বিগত কয়েক বছর যাবৎ বিভিন্ন ফোরামে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত ভয়াবহ বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে আমি বিশ্বসম্প্রদায়ের কাছে আমার উদ্বেগের বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করছি। সমুদ্রতলের উচ্চতা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে আশঙ্কা করা হচ্ছে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতি ৭ জন মানুষে একজন বাস্তুহারা হবেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের চলতি অধিবেশনে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' (এসডিজি) গ্রহণের মধ্য দিয়ে আমার উদ্যোগের বিষয়টি স্বীকৃতি পেয়েছে।

আমরা উন্নয়ন চাই; তবে তা অবশ্যই হতে হবে টেকসই। আমাদের নিজেদের আরাম-আয়েশের জন্য সব প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষ করা উচিত নয়। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও সেগুলোর মজুদ রেখে যেতে হবে।

জলবায়ুর পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় দেশে আমরা - 'অভিযোজন' এবং 'প্রশমন' - এই দ্বিমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। অভিযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের বিরূপ পরিস্থিতিতে টিকে থাকার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে। যেকোনো ধরনের বিরূপ পরিস্থিতি উতরানোর সক্ষমতা অর্জন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি আমরা এমন কিছু প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ করছি যা বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে সহায়ক হবে।

এই সম্মাননা নিঃসন্দেহে আমার এবং দেশবাসীর জন্য গর্বের বিষয়। কিন্তু আমি মনে করি এই পুরস্কারপ্রাপ্তি আরও সমন্বিতভাবে টেকসই উন্নয়ন চর্চায় আমাদের দায়িত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের এমন কিছু করা চলবে না, যা আমাদের ধরিত্রীমাতার ক্ষতিসাধন করে। আমাদের নদীনালা, খালবিল, জলাভূমি এবং বাস্তুতন্ত্রকে সুরক্ষা দিতে হবে। আমাদের বনভূমি, জীববৈচিত্র্য এবং বন্য প্রাণীসম্পদকে ধ্বংস হতে দেওয়া যাবে না। প্রকৃতির ক্ষতি করে না এমন উপাদান ব্যবহার করে আমাদের জীবনযাপনের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

দেশবাসীর প্রতি আমার আহ্বান, আসুন বাড়ির আঙিনায় গাছ এবং শাকসবজি রোপণের মাধ্যমে আমাদের প্রতিটি বাড়িকে সবুজ বাগানে পরিণত করি। প্রতি বছর কমপক্ষে তিনটি করে - একটি ফলদ, একটি ঔষধি এবং একটি কাঠ উৎপাদনকারি - চারা লাগাই। 'সবুজ' ভাবুন, পরিপার্শ্ব 'সবুজ' করুন এবং 'সবুজ' বাঁচুন।

ছবি: ইয়াসিন কবির জয়

জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল এবং জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউনেপ)-র নির্বাহী পরিচালক অ্যাচিম স্টেইনার বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দিচ্ছেন 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ' পুরস্কার

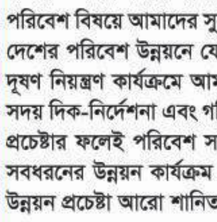

মন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অভিনন্দন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ' এওয়ার্ড অর্জন করায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ অর্জন নিঃসন্দেহে বিশ্বদরবারে পরিবেশ বিষয়ে আমাদের সুনাম ও সাফল্যকে আরও গৌরবান্বিত করেছে। তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ দিক-নির্দেশনায় দেশের পরিবেশ উন্নয়নে যেকোনো কার্যক্রম গ্রহণ আমাদের জন্য সহজতর হচ্ছে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়ে এসেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় দিক-নির্দেশনা এবং গতিশীল নেতৃত্ব আমাদেরকে উজ্জীবিত করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্ভাব্য সবধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ অর্জনে ভবিষ্যতে আমাদের পরিবেশ উন্নয়ন প্রচেষ্টা আরো শানিত হবে, আমাদের সকলকে নিঃসন্দেহে আরও অনুপ্রাণিত করবে।

পরিবেশ উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্দীপনা ও নীতিগত সমর্থনের মাধ্যমে আমরা বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত বাসযোগ্য একটি সুস্থ, সুন্দর, টেকসই ও পরিবেশসম্মত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।

এওয়ার্ড প্রাপ্তির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাই।

(আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এমপি)

সশ্রদ্ধ অভিনন্দন

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। নীতিনির্ধারণে নেতৃত্ব (পলিসি লিডারশিপ) পর্যায়ে তাঁকে 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ ২০১৫' এওয়ার্ডে ভূষিত করেছে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউনেপ)। এটি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগে নীতি-নির্ধারণী ক্ষেত্রে 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ' পুরস্কারে যারা ভূষিত হয়েছেন তাদের মধ্যে আছেন মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতি ফেলিপে কালডেরন, মঙ্গোলিয়ার রাষ্ট্রপতি সাখিয়াগিন এলবেগডরজ, মালদ্বীপের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মাহামেদ নাশিদ।

জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে এবং অবস্থা দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছে। প্রকৃতি, মানুষের নানাবিধ কর্মকাণ্ড এবং ভুক্তভোগী মানুষের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। মূলত ১৯৮০-এর দশক থেকে এ বিষয়ে মতৈক্য বিস্তৃত হতে থাকে। কোপেনহেগেন সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। প্রায় শুরু থেকে দেখা যাচ্ছিল এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য অর্থাৎ প্রস্তাবিত চুক্তি হবে না। এমতাবস্থায় ২৫ জন রাষ্ট্রপ্রধান এই সম্মেলনকে সফল করার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছিলেন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রশংসিত হয়। কোপেনহেগেন চুক্তি হয়নি তবে ১২টি প্রস্তাব সম্বলিত একটি সমঝোতা স্মারক গৃহীত হয়। যে মৌলিক বিষয়গুলো এতে অন্তর্ভুক্ত হয় তা পরবর্তীতে দেনদরবারে এবং আলোচনায় অগ্রগতিসাধনে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে।

উল্লেখ্য, ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা বৃদ্ধিসীমা মূল প্ল্যানারিতে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই লক্ষ্যে গ্রীনহাউজ নিঃসরণ ব্যাপকভাবে এবং দ্রুত হ্রাস করার আহ্বান জানান সে সকল দেশকে যাদের এ বিষয়ে প্রধান দায়িত্ব রয়েছে। অপর বিষয়টি অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী নয় কিন্তু এর অভিঘাতে জর্জরিত দেশসমূহকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন (গ্রান্ট) করার আহ্বানও তাঁর বক্তৃতায় জোরালোভাবে ছিল। এছাড়া তাঁর বক্তৃতায় একজন বিশ্বপর্যায়ের রাষ্ট্রনায়কোচিত একটি বক্তব্য ছিল : "আমরা এই দৃষ্টিনন্দন কোপেনহেগেনে এসেছি ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং মানবজাতির সকল সদস্যের যথাযথ সুরক্ষার জন্য নতুন করে কাজ শুরু হবে এই আশা নিয়ে।"

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা বিষয়ে তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ অবদানের পাশাপাশি দেশে তাঁরই আগ্রহে ও দিক-নির্দেশনায় সাবলিল জলবায়ু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাজেট থেকে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে, বিগত ছয় বছরে ৩৮৫ মিলিয়ন ডলার দেয়া হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় যেসকল উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে তাঁর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে এবং সেখানে তাঁর কথা বলার নৈতিক ভিত্তি আরো শক্তিশালী হচ্ছে।

লেখক : অর্থনীতিবিদ ও পরিবেশবিদ
আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ নেগোশিয়েশন টিমের কো-অর্ডিনেটর

উপমন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অভিনন্দন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ' অর্জন নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য একটি বিরাট অর্জন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় পরিবেশ উন্নয়ন, বন সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের বনজ সম্পদ রক্ষা, সংরক্ষণ এবং বৃদ্ধিতে জনসাধারণকে আগ্রহী করে তুলতে সময়ের চাহিদা অনুসারে আইন, বিধি, নীতিমালা ইত্যাদি প্রণয়ন ও হালনাগাদ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই বর্তমানে দেশের বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ প্রায় ২০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এরই ফলে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সক্ষম হয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী দিক-নির্দেশনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। তাঁর এ প্রাপ্তি সকলের জন্য সুস্থ পরিবেশ ও উন্নত জীবন নিশ্চিত করার কার্যক্রমকে আরও বেগবান করবে।

জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলার জন্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম 'ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি এন্ড অ্যাকশন প্ল্যান-২০০৯' প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তাঁর উদ্যোগেই বাংলাদেশে নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠিত হয়েছে।

আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ' এওয়ার্ড অর্জনের জন্য অভিনন্দন জানাই। তাঁর যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আবদুল্লাহ ইসলাম জ্যাকব, এমপি)

সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অভিনন্দন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক জাতিসংঘের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশ পদক 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ ২০১৫' অর্জন করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির এ স্বীকৃতি আমাদেরকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। সুস্থ পরিবেশকে মানুষের সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে সরকার পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়ননীতির ওপর ভিত্তি করে 'ভিশন ২০২১' প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ সবচেয়ে বিপন্ন কয়েকটি দেশের অন্যতম। গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণে বাংলাদেশের অবদান অন্যান্য দেশের তুলনায় একবারেই নগণ্য। এতৎসত্ত্বেও সীমিত সম্পদ ও সামর্থ্য নিয়ে বাংলাদেশ কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে আগ্রহী। এ লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা, প্রণোদনা ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অতি প্রয়োজনীয় বিবিধ নীতিমালা, কৌশল, কর্মপরিকল্পনা, আইন ও বিধিমালা প্রণয়নসহ এসবের বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯-এর আওতায় ৬টি থিমেটিক এরিয়ায় চিহ্নিত ৪৪টি কর্মসূচিতে ১৩৩টি কার্যক্রমের আলোকে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্তে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল গঠন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিগ্রস্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম নিজস্ব উৎস তথা রাজস্ব খাত থেকে এই তহবিল গঠন করেছে। বন সেক্টরেও সরকারের অসামান্য অর্জন রয়েছে, যেমন- বনায়নের আচ্ছাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, বন্যপ্রাণীর আক্রমণে আহত/নিহত ব্যক্তিগণকে ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রভৃতি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ ২০১৫' পদক অর্জন আমাদেরকে পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় আরো অনুপ্রাণিত করবে।

(ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ)

আন্তর্জাতিক পরিবেশ আন্দোলন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশের নেতৃত্ব

ড. আতিক রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পদক 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ' পাওয়ায় বাংলাদেশসহ পৃথিবীর নানা প্রান্তের সকল বাঙালি আজ বিশেষভাবে গর্বিত ও আনন্দিত। বাংলাদেশে এই সম্মান নিয়ে আসার জন্য আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাই। এই পদকটির গুরুত্ব দেশের জন্য অপরিসীম। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে অনেক দরিদ্র দেশের মতো বাংলাদেশও প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হবে বলে বিজ্ঞানীরা যে আশংকা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী সে বিষয়টি বিশ্বদরবারে শক্তিশালীভাবে উপস্থাপন করেছেন।

জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত কোপেনহেগেন জলবায়ু সম্মেলনে (২০০৯) বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) উপস্থাপন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছেন। পৃথিবীর অনেক দেশ এই নীতি নির্ধারণ পদ্ধতি গ্রহণ করছে। এই নীতির ৬টি স্তম্ভ রয়েছে। সেগুলো হলো : ১। খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য, ২। সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ৩। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ৪। গবেষণা ও লব্ধজ্ঞান ব্যবস্থাপনা, ৫। স্বল্প কার্বন উন্নয়ন, ৬। দক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ' পদকে ভূষিত হওয়া তাঁর এই অসামান্য নেতৃত্বের স্বীকৃতি।

জলবায়ু কৌশলপত্রের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার দু'টি জলবায়ু তহবিল গঠন করেছে। একটি বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থে চালিত 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড' (বিসিসিটিএফ) এবং অপরটি হলো বাংলাদেশের বন্ধু ও উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহ দ্বারা অর্থায়িত বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ)। এই দু'টি উদ্যোগকেই জাতিসংঘ স্বীকৃতি দিয়েছে। আরও একটি মহৎ পদক্ষেপ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে। তা হলো বাংলাদেশের সংবিধানে ২০১১ সালে প্রথমবারের মতো পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও ইকোসিস্টেমের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব জনগণ ও সরকারের বলে সংযোজন করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে জাতিসংঘ স্বীকৃতি দিয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত দিনে যেভাবে দেশে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তেমনি আসন্ন প্যারিস জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেবেন বলে দেশবাসী তাঁর নিকট প্রত্যাশা করে। আসন্ন জাতিসংঘের এসডিজি সম্মেলনে তিনি সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণে দিক-নির্দেশনা ও নেতৃত্ব দেবেন বলে আমরা আশাবাদী। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি একদিকে যেমন প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশকে সম্মানিত করেছে, একই সাথে আমাদের উপর পরিবেশ রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অধিকতর দায়িত্ব আরোপ করেছে।

লেখক : নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্সড স্টাডিজ
আইপিসিসি নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী-২০০৭